R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

ফ্রান্স-এর সহযোগিতায় তৈরী
সারদা বাইরন-এর
হোমিও ঔষধ পাওয়া যায়
কেয়ার এণ্ড কিওর হোমিও সেন্টার
গাড়ীঘাট
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (ভাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৫শ বর্ষ ৪৭শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৩ই বৈশাখ বুধবার, ১৩৯৬ সাল। ২৬শে এপ্রিল, ১৯৮৯ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲

## এন টি পি সি কর্তৃপক্ষের মতে বিদ্যুৎ ঘাটতির কোন কারণ নেই

নবারুণ পয়েন্ট : এন টি পি সির এক মুখপাত্র জানান বর্তমানে তাঁদের তিনটি ইউনিটের মধ্যে সব সময়ের জন্য দুটো ইউনিট চালু রয়েছে। ফলে গড়ে দৈনিক ৩০০ মেগাওয়েট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। মাঝে যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য দু'নম্বর ইউনিটটি বন্ধ থাকায় কয়েক মাস বিদ্যুৎ হ্রাস পায়। তবু সে সময় শুধুমাত্র পঃ বঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকেই বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন আশাতিরিক্ত হওয়া সত্ত্বেও পঃ বঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের চাহিদা না থাকায় বাধ্য হয়ে বিহার উড়িষ্যায় বিদ্যুৎ পাঠাতে হচ্ছে বলে ঐ সূত্র থেকে জানা যায়। ঐ মুখপাত্র আরোও জানান, পঃ বঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ চাহিদা সঠিকভাবে না জানানোয় তাঁদের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা কখনও চান ১০০ মেগাওয়াট, দু'দিন পরই হয়তো চাইলেন ৭৫ মেগাওয়াট, আবার কখনও বা ৪০ মেগাওয়াট। চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায় তাঁদের বিদ্যুৎ সরবরাহে বিশেষ অসুবিধা দেখা দিয়েছে। তিনি কথায় কথায় জানান, প্রায় কাগজে বিদ্যুৎ (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

## খরায় জ্বলছে মহকুমার সুতী থানা

অরঙ্গাবাদ : সুতী থানার ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতে খরা পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। বৈশাখ শেষ হতে চললো আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই। নেই কালবৈশাখীর কোন চিহ্ন। মাটির জলস্তর অনেক নীচে নেমে যাওয়ায় প্রায় সবকটি নলকূপ অকেজো হয়ে পড়েছে। পানীয় জলের অভাবে মানুষ তো বটেই গবাদি পশুরও কষ্টের শেষ নেই। নদী নালা সব শুকনো। পাগলা ও বাঁশলৈ নদীর জলে বোরো ধান চাষ করে চাষীরা উৎফুল্ল হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু এখন তীব্র জলাভাবে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে না পারায় মাঠের ধান মাঠেই শুকিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থার সঙ্গে যুঝতে গেলে সরকারী বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু প্রশাসন সে বিষয়ে কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে ভগবান ভরসা করে দিন কাটাচ্ছেন। জনসাধারণের আবেদন নিবেদনেও প্রশাসনের সুখনিদ্রা ভাঙার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। জলের অভাবে দূষিত জল পান করতে বাধ্য হওয়ার ফলে নানা সংক্রামক রোগ গ্রামে গ্রামে দেখা দিয়েছে। গ্রামবাসীরা ক্ষোভের সঙ্গে জানান তাঁরা কি ভারতের বাইরে, নইলে তাঁদের দুঃখ দূর করতে প্রশাসন সচেষ্ট নয় কেন? আপাত-কালীন পরিস্থিতি মনে করে এই মুহূর্তে সরকারের এ অবস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলে তাঁরা দাবী করেন।

## গত মরশুম আত্মকলহে, এবার খরায় চাষী নাকাল

সাগরদীঘি : স্থানীয় ব্লকের চাঁদপাড়া, বিষ্ণুপুর এলাকায় নিজেদের মধ্যে গোলমালে আগল-দারীর ব্যবস্থা করতে না পারায় গত মরশুমে রবিশস্য চাষ করতে চাষীরা সাহস পাননি। যাঁরা জোর করে চাষ করেছিলেন, তাঁদের ফসল মাঠেই গরু মোষের অত্যাচারে নির্মূল হয়ে যায়। এ বছর সে অবস্থা কাটিয়ে উঠে সরকারী ব্যবস্থাপনায় অগভীর নলকূপ বসিয়ে, সার, কীটনাশক ছড়িয়ে চাষীরা বিপুল উৎসাহে বোরো ধানের চাষ করেন। কিন্তু অভাবনীয় খরায় বর্তমানে মাঠ ফেটে চৌচির। নলকূপে জল উঠে না। জলের অভাবে ধানগাছ শুকিয়ে হলদে হয়ে যাচ্ছে। চাষীরা ভরসা হারিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তাঁদের প্রার্থনা 'আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে'।

## নির্মাণ কর্মী ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সম্মেলন

ফরাক্কা : গত ১৪, ১৫ ও ১৬ এপ্রিল ব্যারেজে কর্মরত নির্মাণ কর্মীদের (সিটু পরিচালিত সংস্থা) সর্বভারতীয় তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয়। সম্মেলনকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করতে মাসাধিক কাল ধরে সি পি এম বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খানের পরিচালনায় শুরু হয় দেওয়াল লিখন এবং পথসভা প্রভৃতি। স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহটিকে সুসজ্জিত করে সেখানে প্রতিনিধিদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিনিধি সম্মেলনের ব্যবস্থা হয় স্থানীয় সিনেমা হলে। হলের সম্মুখের ময়দানে সুসজ্জিত এক রঙ্গমঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিদিন (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

## রাজনীতির হোলি খেলায় রঙ বদল

ধুলিয়ান : সমসেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি আর এস পির মহাবীর চৌধুরী এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানান যে আর এস পির ফ্রন্ট বিরোধী কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি সেই দল থেকে পদত্যাগ করে সি পি আই (এম) দলে যোগ দিয়েছেন। আর এস পির স্থানীয় এক মুখপাত্র বলেন, শ্রীচৌধুরী দলের টিকিটে নির্বাচিত হন এ কথা সত্য। কিন্তু পরবর্তীতে দল বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে তাঁকে ১৯৮৮ তে দলের সভ্যপদ দেওয়া হয়নি। তাই দলত্যাগের প্রশ্নই উঠে না। উল্লেখ্য শ্রীচৌধুরী সি পি আই (এম) এর কাজকর্ম ও চিন্তাধারার প্রশংসা করলেও সামসেরগঞ্জ থানার গাজীনগর মালঞ্চা অঞ্চলের প্রায় ৫০০ সি পি এম কর্মী সম্প্রতি দলত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দিয়েছেন বলে জানা যায়।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই বৈশাখ বুধবার ১৩৯৬ সাল

## ১৩ই বৈশাখ স্মরণে

অশুভ ১৩র দুর্নাম ঘুচাইয়া দিয়া যিনি এ পৃথিবীতে জন্ম লইয়াছিলেন তিনি গ্রাম বাংলার প্রবাদ পুরুষ 'দাদাঠাকুর'—শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। সে যুগে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে যুগের প্রতিভাধরদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তিনি একাধারে ছিলেন চারণ কবি, সাংবাদিক, হাসির গানের, ব্যঙ্গ কৌতুকের রসসৃষ্টিকারী শিল্পী, আবার আত্ম-সম্মান সচেতন দৃঢ়চেতা মানুষ। সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সদা সোচ্চার। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের চাণক্য বা কৌটিল্য। তাঁর তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, চিত্তের দৃঢ়তার দ্বারা তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছেন বহুবার। জয়লাভ না করিয়া তিনি ক্ষান্ত হইতে জানিতেন না। সেই সময় পুরসভা সম্পূর্ণভাবে দখল করিয়া রাখিয়াছিলেন কয়েকজন মাত্র প্রভাবশালী 'বাবু'। তাঁহারা যাহা খুশি করিতেন। নিজেদের ট্যাক্স কম করিয়া ধার্য্য করাইতেন, বৃদ্ধি করাইতেন দরিদ্র জনগণের। পুরসভায় তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনদের চাকরী হইত, অন্য কাহারো হইত না। তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলে সেই ব্যক্তিকে নানা প্রকারে শায়েস্তা করিবার ব্যবস্থা করা হইত। পুর কমিশনারদের বাড়ীর চারপাশ পরিষ্কার রাখিতেই পুর-কর্মীরা ত্রস্ত থাকিতেন। অন্য কাহারো সুবিধা অসুবিধার কথা কেহই চিন্তা করিতেন না। পুরসভা হইয়া পড়িয়াছিল 'বাবু' দের দরবার কক্ষ। সেই দুর্নীতির আখড়ায় তিনি প্রচণ্ড আঘাত দিয়াছিলেন চানচুর-ওয়ালা কার্তিক সাহাকে নির্বাচিত হইতে সর্ব-শক্তি নিয়োগ করিয়া। তাঁহারই বুদ্ধবলে বলীয়ান কার্তিক সাহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল ওভারসিয়ার নিযুক্তির ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের শ্যালকের নিযুক্তি বানচাল করিয়া দেওয়া। দাদাঠাকুর তাঁহার বুদ্ধিমত্তার জোরে পৌর-সভার দুর্নীতির বিরুদ্ধে একলাই জনমত গঠন করিতে পারিয়াছিলেন এবং তারই ফলে পুরসভার অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী দুর্নীতির জঞ্জাল দূর করা সম্ভব হইয়াছিল।

দাদাঠাকুরের মত দৃঢ়চেতা, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন-বোধ মানুষ আজ বিরল। আজ দলীয়-উপদলীয় কোন্দল নানাদিকে। সমাজে আদৌ শান্তি নাই। নানা অবিচার চলিতেছে। সংখ্যা-গরিষ্ঠতার জোরে যাহা খুশি তাহাই সংঘটিত হইতেছে। দিকে দিকে রাজনীতির নানা প্রতিকূল আবর্ত্ত; লোভের পরিমাণ পর্বত প্রমাণ; তাই মিথ্যার বেসাতি সর্বত্র। এ হেন অবস্থায় পড়িয়া সাধারণ নির্বিবাদী মানুষ দিশেহারা।

দাদাঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে সকল অন্যায়, অবিচার ও আত্মস্বার্থপরতা দূর করিয়া 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' মন্ত্রে সকলকে উদ্বুদ্ধ করুক—এই কামনা করিতেছি।

'জঙ্গিপুর সংবাদ' গোষ্ঠিভুক্ত আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

## স্মরণীয় ১৩ই বৈশাখ

### সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩ই বৈশাখ। এই দিনটিতে জন্মেছিলেন দাদাঠাকুর, আবার মহাপ্রয়াণও করেন এই দিনটিতেই। পল্লী বাংলার পর্ণ কুটিরে দরিদ্রের সংসারে জন্মানোর জন্য কোন ব্যথাই তিনি অনুভব করেননি কোনদিন। বরং আত্ম প্রচেষ্টাতেই তিনি সব দুঃখ কষ্টকে জয় করে দারিদ্র্যকে হার মানিয়ে উপহাস করেই কাটিয়ে যান সারাটি জীবন। নীরস দারিদ্রের কশাঘাতে ছিন্নভিন্ন হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর আচারে আচরণে, কথায় বার্তায় যেন রসের ফোয়ারা ছুটতো। দাদাঠাকুরের কথা তো কথা নয় যেন রসপ্রপাত। অসাধারণ তাঁর প্রতিভা। প্যানিং এ তিনি সে যুগে অদ্বিতীয়। গান রচনায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রয়াত বিপ্লবী, পরবর্ত্তী জীবনে পণ্ডিচেরী আশ্রম নিবাসী সন্ন্যাসী, দাদাঠাকুরের প্রিয় পাত্র নলিনীকান্ত সরকার বলেছেন সে যুগে কলিকাতায় সুধী ও রসিক সমাজে গানের জন্য তাঁর যে খ্যাতি তা প্রাপ্য দাদাঠাকুরেরই। কেননা প্রায় সবগুলি গানের তিনিই রচয়িতা, আমি গায়ক মাত্র। নলিনীকান্তের লেখায় পাওয়া যায় ১৯২৭ সালে দিলীপকুমার রায়ের সম্বর্ধনা সভায় ইউনিভার্সিটি ইন্সটি-টিউটে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ দেশবরেণ্যরা। সেই সভায় তিনি গাইলেন দাদা-ঠাকুরের 'কলিকাতার ভুল' গানখানি। গান-খানি শুনে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ জানতে চান ঐ সরস গানটির লেখকের নাম। তিনি বলেন—শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। গ্রাম বাংলার ঐ কবিটির কবি প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন রবীন্দ্র-নাথ। দাদাঠাকুরের প্রতিভা ছড়িয়ে আছে তাঁরই সৃষ্ট দুটি সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে। একটি বিদূষক ও অপরটি জঙ্গিপুর সংবাদ। বিদূষক পত্রিকাটি অবশ্য মাত্র দু'বৎসর চালু ছিল। পত্রিকাটি সম্পাদকীয় থেকে সংবাদ পর্য্যন্ত সবই ছিল ছন্দবদ্ধ কবিতায় লেখা। আর জঙ্গিপুর সংবাদ আজ ৭৫ বছর ধরে একই ঐতিহ্য বজায় রেখে আজও চালু র'য়েছে।

তাঁর জীবিতকালে যেখানেই তিনি দেখেছেন কোন অন্যায়, কোন অবিচার, সেখানেই তাঁর লেখনী হয়েছে সোচ্চার। সে পদস্থ সরকারী আমলায় হোক বা খোদ সরকারই হোক। বৃটিশ আমলে চা বাগিচার কুলিদের আন্দোলন থামাতে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করায় সৈনিক-দের অত্যাচারে বেশ কিছু কুলি হতাহত হন। সেদিন বড় বড় সংবাদপত্রের সাথে বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশের ক্ষুদ্র সংবাদপত্র জঙ্গিপুর সংবাদ বৃটিশ সরকারের ঐ বর্বরোচিত আচরণের তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। পত্রিকার পৃষ্ঠায় বেরোলো "বিশ্রীমৎ সংকটাচার্য কৃত কুলমুদ্গর" কবিতা। তার একটি পংক্তিতে ছিল— দুঃখে কষ্টে চলিল দেশে/রোখিল পন্থা আই সি এস এ। / চা-কর হইতে চাকর বাড়া / যা করে চা-কর করিল তারা। মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কুলি মুদ্গরের লেখাকে রাজদ্রোহমূলক লেখা বলে নির্দ্ধারিত করে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট 'চা-কর হইতে চাকর বাড়া'—এই লাইনটি উদ্ধৃত করে প্রশ্ন করলেন—Whom do you mean by the second চাকর। দাদাঠাকুর নির্ভীকভাবে উত্তর দেন—"I mean those who themselves are mean." প্যানিং এর দক্ষতায় দাদাঠাকুরকে অভিযুক্ত করতে না পেরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। দাদাঠাকুরের এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বা প্যানিং এর দক্ষতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশি বলেছিলেন—এ যুগে ভারতে কেন সমগ্র বিশ্বে এমন Readywit সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব দুর্লভ।

## ট্রেনে চাপা পড়ে মৃত্যু

ফরাক্কা : গত ১১ এপ্রিল বেলা ১২টা নাগাদ ফরাক্কা ব্রীজের মুখে রেল লাইন পার হতে গিয়ে বৈষ্ণবনগরের জনৈক সাইকেল আরোহী সাইকেল সমেত ট্রেনে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। খবর, ঐ ব্যক্তি কানে কম শুনতেন তাই এগিয়ে আসা ট্রেনের শব্দ শুনতে পাননি।

## মহকুমা শাসকের দপ্তরে অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৭ এপ্রিল থেকে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক রাজেন্দ্রশঙ্কর শুক্লা জনগণের অভাব অভিযোগ শোনা ও সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তাঁর পি এর কক্ষে একটি অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র খুলেছেন। তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে জানান—জনসাধারণের যে কোন অভাব অভিযোগ থাকলে তাঁরা কাজের দিন ১০-৩০ মিঃ থেকে ১২টার মধ্যে সরাসরি আমার সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ জানাতে পারবেন।

# দাদাঠাকুরকে আমি দেখেছি

নির্ম্মলকুমার চক্রবর্তী

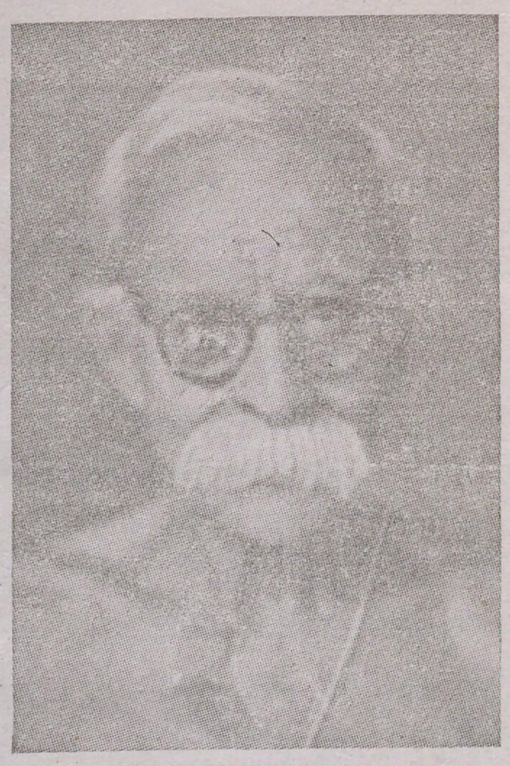

গ্রামের ছেলের কাছে কলকাতা চিরকালই একটা বিস্ময়। ছোটবেলা কলকাতার নানা মজার খবর এবং গল্প আমাদের খুবই আগ্রহের সঞ্চার করতো। তার মধ্যে এক-খানা গান আমাদের মুখে মুখে ফিরতো—

মরি হায় রে,

কলকাতা কেবল ভুলে ভরা।

সেথায় বুদ্ধিমানে চুরি করে

বোকায় পড়ে ধরা॥.....

কার লেখা কে গেয়েছিলেন ওসব ব্যাপার তখন আমাদের কাছে মুখ্য ছিল না বা সে সম্পর্কে কোন আগ্রহও ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হোল—গেল বেয়াল্লিশের আন্দোলন। ভারত স্বাধীন হোল সেই সঙ্গে অঙ্গচ্ছেদও। সেই অঙ্গচ্ছেদের খাঁড়া আমা-দেরও বাদ দিল না—। এই ভুলে ভরা শহর কলকাতাতেই বাঁচার লড়াই চললো বেশ কয়েক বছর। ঐ সময়ে খুব সম্ভব ১৯৫৭ সালে প্রায়ই যেতাম বৌদিকে (পরিমল গোস্বামীর স্ত্রী) দেখতে কৈলাস বসু স্ট্রীটের বাসায়। বৌদি তখন কঠিন রোগে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে চলেছেন।

একদিন গিয়ে দেখি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ শ্বেতশুভ্র চুল গোঁফ—পরিমল গোস্বামীর ভাষায়—'ইঞ্জিনের লামনেকার কাউক্যাচারের মতো গোঁফ সাদা ধবধব করছে'—আতুল গা একগাছা সাদা ধব ধবে পৈতে—গ্রাম্য ব্রাহ্মণের এক মূর্তপ্রতীক—বৌদির বিছানার পাশে একখানি চেয়ারে বসে একের পর এক গল্প বলে যাচ্ছেন এবং সবাই অধীর আগ্রহে তা উপভোগ করছেন। আমিও খুব উৎসুক হয়ে উঠলাম—কে ঐ ভদ্রলোক অমন মজার গল্প করছেন। জানতে পারলাম উনিই 'কলকাতা কেবল ভুলে ভরা' গানের লেখক দাদাঠাকুর—শরৎ পণ্ডিত। শুনলাম উনি রোজই হাওড়া থেকে বৌদিকে দেখতে আসেন আর সঙ্গে আনেন দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে একভাঁড় দই। রোজ তিনি এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ মজার গল্প বলে রোগিণীকে রোগযন্ত্রণা থেকে ভুলিয়ে রাখেন। এর পরও দাদাঠাকুরকে পরিমল গোস্বামীর সিঁথির বাসায় দেখার এবং তাঁর নিজের মুখে তাঁর অতীত দিনের নানা মজার গল্প শোনারও সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁর জীবনীকার নলিনী-কান্ত সরকারের মুখেও শুনেছি দাদা-ভাইএর নানা মজার কাণ্ডকারখানা।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের মধ্যে পুরুষকার ও প্রতিভার অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছিল। কোন প্রলোভনই তাঁকে তাঁর স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তিনি অন্যের দান গ্রহণ করতেন না এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যকে সাহায্য করতেন। তাঁর 'উইট'ও ছিল অসাধারণ। কথার খেলা ও যে কোন প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর—এ ছিল দাদাঠাকুরের বৈশিষ্ট্য। একবার হিমানীশ গোস্বামী তাঁদের বাড়িতে দাদাঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা আপনি কি রবি ঠাকুরকে দেখেছেন?—উত্তরে তিনি বললেন—না দেখা হয় নি,—তবে দেখা হলে বলতাম—আপনি যেমন 'ঠাকুর' আমিও তেমনি 'পণ্ডিত'।

দাদাঠাকুর তখন হাওড়ায় থাকেন—মুক্ত গোরুর ধাক্কায় তিনি বেশ আহত হন। এ সংবাদে পরিমল গোস্বামী তাঁকে একখানা চিঠি লেখেন—

দাদা,

শুনলাম আপনি কপি নিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় এক গোরু আপনাকে ধাক্কা মেরে কপি কেড়ে নিয়েছে। গোরু চিরকাল বুদ্ধি-মান বলে খ্যাত, চেয়ে নিলেই পারত। গো সম্প্রদায়ের এতে কি গৌরব বাড়ল? গো হয়ে ব্রহ্মহত্যার চেষ্টা? গোস্বামী বলেই প্রতিবাদ জানাই।—

যেমন সুন্দর মজার চিঠি তার উত্তরও তেমনি সুন্দর। সেখানেও সেই কথার খেলা—

দীর্ঘায়ুনিরাপৎসু,

ভাই, গোরু যদি ব্রহ্ম ত্যা করত তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত না। ব্রাহ্মণ যদি গোহত্যা করত তাকে ভূরু সুদ্ধ কামিয়ে পাপের ফল ভোগ করতে হত। গো মাতা বোধহয় কোন কাগজ বের করবেন, তাই লেখক খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন কপির জন্য—

শ্রীদাদা

আমার অনেক দিনের ইচ্ছা শরৎচন্দ্রের জীবন কথা প্রচার হোক। এই কাজটি যিনি করবার পক্ষে যোগ্যতম, তাঁর উপরেই একটি কৌশলপূর্ণ অথচ মধুর চাপ সৃষ্টি করে এ কাজটি করিয়ে নিয়েছিলাম। তিনি নলিনী-কান্ত সরকার। ভাষা প্রেমিক, ছন্দোরসিক, শরৎ-সুহৃৎ নলিনীকান্ত সরকার। এঁদের দুজনের বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ এবং দুজনে একত্র সুখ দুঃখের অংশীদার রূপে বাস করেছেন অনেক দিন।

আমি তাঁর লেখা প্রায় প্রতি সপ্তাহে যুগান্তর সাময়িক বিভাগে ছাপতে লাগলাম। সেটা ঠিক জীবনী নয় কিন্তু জীবনের এমন সব কাহিনী যা পড়লে শরৎচন্দ্রকে তাতে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া যায়। সেই লেখাগুলি সংগৃহীত হয়ে 'দাদাঠাকুর' নামে প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সনে।

—পরিমল গোস্বামী

* *

দাদাঠাকুরের চোখে তখন ছানি পড়েছে আর তাঁর স্ত্রীর চোখের ছানি বোধ হয় কিছু-কাল পূর্বেই কাটানো হয়েছে। স্ত্রীর চশমাটির পরিবর্তন প্রয়োজন। এজন্য তাঁকে কলকাতায় আসতে হয়েছিল। এই খবরটি দাদাঠাকুর একখানি চিঠিতে আমাকে দিয়েছেন:

নানা ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে পড়েছে। তোমার বউদি গত হপ্তায় চশমা বদলাতে এসে-ছিলেন। তাঁকে নিয়ে প্রেসিডেন্সী চশমার দোকানে বারকয়েক যেতে হয়েছিল। আমি কানা, তিনি কানী। যখন তাঁর হাত ধরে বাস হতে নামাই তখন লোকও কানাকানি করে।

—নলিনীকান্ত সরকার

## ভর্তি চলিতেছে

রঘুনাথগঞ্জ মডেল স্কুলে ১৯৮৯-৯০ সালের শিক্ষা বর্ষে ৩ হইতে ৬ বৎসরের শিশুদের ভর্তি শুরু হইবে ১লা মে হইতে।

যোগাযোগ করুন—সকাল ৮-০০ হইতে ১০-০০ পর্য্যন্ত।

রঘুনাথগঞ্জ মডেল স্কুল (ইংলিশ মিডিয়াম)

ভাগীরথী ফ্রী প্রাইমারী বিদ্যালয়

ফাঁসিতলা (সরাইখানা)

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

## লরি দুর্ঘটনায় মৃত ২

রঘুনাথগঞ্জ: স্থানীয় থানার সাহেবনগরের কাছে গত ২৩ এপ্রিল বেলা ৯টা নাগাদ চাল ভর্তি একটি লরি (WMK 1292) দুর্ঘটনায় পড়ে। খবরে প্রকাশ, লরিটি মুরারই থানার ভাগাইল থেকে চাল নিয়ে মিঞাপুর বাজারে আসার পথে সাহেবনগরের কাছে রাস্তার বাঁদিকে কাত হয়ে গেলে ভাগাইল গ্রামের জনৈক রমজান মোল্লা চালের বস্তা চাপা পড়ে ঘটনাস্থলে মারা যান। আহত কয়েকজনকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে এলে সেখানে একজন মারা যান। ড্রাইভার ও খালাসী পলাতক।

**NTPC**

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन

# National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

## Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN : DIST. MURSHIDABAD (W. B.)
PIN : 742236

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractor of NTPC/CPWD/Railways/WBSEB and public sector undertakings for the following works. Tender documents can be had in person showing the registration and credentials from the office of the undersigned during working hours of the date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender documents for the works. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20-00 (Rupees twenty only) extra for each work either by I. P. O. payable at Post Office, Khejuriaghat or Demand draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd., payable on State Bank of India at Farakka alongwith a copy of proof of registration and credentials.

The documents will be on sale from 28-4-89 to 20-5-89 between 9-00 to 12-00 hours and 14-30 hours to 16-00 hours on all working days. Tender will be received upto 3-00 p. m. of the tender opening date and will be opened as indicated below in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

| Sl. No. | Name of work | Approx. value of work | Amt. of EMD cost of tender paper | Completion period | Date & time of opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Construction of boundary wall of stage-II labour colony area at plant site of FSTPP. NIT no. FS : 42 : CS : 2020/T-30/89 | 8·5 Lakhs | Rs. 17,000/- Rs. 50/- | six months | 22-5-89 at 3 p. m. |
| 2. | Ventilation system of 'A' row wall of stage-I at plant site of FSTPP. NIT no. FS : 42 : CS : 1099/T-31/89 | 7·0 Lakhs | Rs. 14,000/- Rs. 50/- | nine months | 22-5-89 at 3-30 p. m. |
| 3. | H. T. & L. T. distribution and area illumination of central area at contractors' township at permanent township, Khejuriaghat of FSTPP. NIT no. FS : 42 : CS : 3021/T-32/89 | 1·0 Lakh | Rs. 2000/- Rs, 50/- | four months | 23-5-89 at 3 p m. |
| 4. | Providing & fixing SCI downcomers from balconies of different residential quarters at perm. township, Khejuriaghat of FSTPP. NIT no. FS : 42 : CS : 1591/T-33/89 | 1·6 Lakhs | Rs. 3200/- Rs 50/- | nine months | 23-5-89 at 3-30 p. m. |
| 5. | Maintenance of water supply line at plant site of FSTPP. NIT no. FS : 42 : CS : 1106/T-34/89 | 0·6 Lakh | Rs. 1200/- Rs. 25/- | twelve months | 24-5-89 at 3 p. m. |
| 6. | Construction of road from NH-34 (18th mile point) to Laxmipur General Post Office. NIT no. FS : 42 : CS : 1593/T-35/89 | 2·4 Lakhs | Rs. 4800/- Rs, 50/- | nine months | 24-5-89 at 3-30 p.m. |

(Contd.)

| Sl. No. | Name of work | Approx. value of work | Amt. of EMD cost of tender paper | Comple-tion period | Date & time of opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Construction of road from old NH-34 (Barrage township point) to Simultola Primary school. NIT no. FS : 42 : CS : 1592/T-36/39 | 1·6 lakhs | Rs. 3200/- Rs. 50/- | nine months | 24-5-89 at 4 p.m. |

## Terms and Conditions :

1. Proof of registration, latest IT, ST & Professional tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining tender forms and should be submitted alongwith the tender.
2. Interested parties are edvised to visit site to familiarise with the site conditions.
3. Tenders received late and/or without earnest money will not be entertained. Adjustment of earnest money against running account bill is not acceptable and earnest money to be submitted in any of the acceptable form as mentioned in the tender paper. Tenderers ragistered with any other project of NTPC, are not exempted from depositing EMD. The tenders must be accompanied by requisite earnest money in prescribed form, earnest money of Rs..... enclosed should clearly be written on the top of envelope containing tender paper, failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).
4. NTPC takes no responsibility for delay or non-receipt of tender documents sent by post.
5. The authority of acceptance of any offer in part or in whole or dividing the work amongst more than one party solely rests with NTPC. NTPC does not bind itself to accept the lowest offer or any offer reserves the right to cancel any or all the offers without assigning any reason.
6. For sl. no. 2, parties must have experience in executing similar value of work not less than Rs. 4·0 (four) lakhs.
7. For sl. no. 3, contractors must have valid electrical contractor's licence.

**Dy. Manager (Contracts)**
FSTPP/NTPC

### লুথেরান ওয়ারলড সার্ভিসের বিশেষ সেমিনার

সাগরদীঘি : গত ২৫ এপ্রিল বেলা ১০টা নাগাদ এই ব্লকের বিষ্ণুপুর গ্রামে "নারী সংগঠনে পুরুষের ভূমিকা" শীর্ষক এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন লুথেরান ওয়ারলড সার্ভিস। শতাধিক ব্যক্তির উপস্থিতিতে চারজন বক্তা মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন বক্তা বক্তব্যের মাধ্যমে এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত করেন যে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজে মহিলা সংগঠনগুলি এককভাবে নারী সচেতনতা বৃদ্ধি করে নারী জাগরণ করতে পারেন না। আমাদের এই পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের সহযোগিতা ছাড়া নারী মুক্তি সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, গত বছরও লুথেরান ওয়ারড সারভিসের পরিচালনায় "প্রকৃতি ও মানুষ" শীর্ষক একটি আলোচনা চক্র হয়।

### জেলা সম্মেলনের প্রস্তুতি

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২২ এপ্রিল স্থানীয় সরাইখানা ময়দানে গণনাট্য সংঘের মুর্শিদাবাদ জেলা ষষ্ঠ সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্ব উপলক্ষ্যে এক অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সি পি এম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। জেলা নেতৃত্বের পক্ষে সংঘের ভূমিকা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন শেখর সাহা ও তুষার দে। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন গণনাট্য সংঘের জেলা সম্পাদক পবিত্র রায় এবং সভাপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। এই শহরে ১২ ও ১৩ মে দু'দিন গণনাট্য সংঘের বিবিধ অনুষ্ঠান হবে বলে ঠিক হয়। এই সভায় সি পি এম সমর্থকরা ছাড়াও পুরপিতা পরমেশ পাণ্ডে ও সি পি আই এর জেলা সদস্য পুর কমিশনার অশোক সাহা উপস্থিত ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত হন যথাক্রমে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য ও মানিক চট্টোপাধ্যায়।

### বাসন্তী পূজা উপলক্ষ্যে মেলা

সাগরদীঘি : এই ব্লকের মনিগ্রামে এবারও বাসন্তী পূজা ও ঐ উপলক্ষ্যে একটি গ্রাম্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলা প্রাঙ্গণে গ্রামের সংস্কৃতিপ্রেমী যুবকবৃন্দ দু'রাত্রিব্যাপী যাত্রা গানের আয়োজন করেন। এ ছাড়া আজিমগঞ্জ ও ২৪ পরগণা জেলার সরস্বতী অপেরার যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বহরমপুরে অবস্থিত ভারত সরকারের ক্ষেত্র প্রচার দপ্তর 'বিষ' ও 'দাদার কীর্তি' ছায়া চিত্র দুটি প্রদর্শন করেন। ২৯ চৈত্র থেকে ১০ বৈশাখ পর্য্যন্ত মেলা চলাকালে হিন্দু মুসলমান আদিবাসী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষ মেলায় জড়ো হন। গ্রামের বিদগ্ধ মানুষেরা যুবকবৃন্দের এই সফল চেষ্টার প্রশংসা করেন ও প্রতি বৎসর এ রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন।

## সর্বভারতীয় সম্মেলন

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

গণসঙ্গীত, নাটক ও যাদু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। নাটকগুলিতে অংশ নেন মালদা, বহরমপুর ও কলিকাতার বিশিষ্ট নাট্য সংস্থা। প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। প্রকাশ্য জনসভায় বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও সিটুর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড রণদিভে। আফ্রিকা থেকে সাম্যবাদী জননেতা মোসামোল্লাও এই সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন। পঃ বঃ রাজ্য কমিটির নেতাদের মধ্যে মন্ত্রী আবদুল বারী, শ্যামল চক্রবর্তী ও শান্তি ঘটক উপস্থিত ছিলেন। বক্তাদের সকলেই ফরাক্কা ব্যারেজ, বৃহৎ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আলোচনার বিষয় বস্তুর মধ্যে গঙ্গা ভাঙ্গন রোধ, ব্যারেজের জলে ডুবে থাকা আহিরণ প্রভৃতির বিস্তীর্ণ এলাকায় কৃষি জমির উদ্ধার এবং সাজুর মোড়ে ও তারাপুরে প্রস্তাবিত বিড়ি শ্রমিকদের টি বি হাসপাতালের দ্রুত রূপায়ণ প্রভৃতি। তাঁরা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহের অন্ততঃ পক্ষে একজনের চাকরীর ব্যবস্থা নেবার দাবীও ঐক্যবদ্ধভাবে তুলে ধরেন। সম্মেলনের সাজসজ্জা ও আলোকীকরণ প্রভৃতিতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার মত খরচ হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা মনে করেন। সর্বহারা জনগণের নেতাদের এই বিরাট অর্থ ব্যয় কেউই মনে প্রাণে সমর্থন করতে পারেননি বলে জানা যায়।

## কোন কারণ নেই

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

ঘাটতির সংবাদ দেখা যায়। কিন্তু ঘাটতিটা কোথায়? ফরাক্কা এন টি পি সি একাই পশ্চিমবঙ্গের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। জিরাট থেকে ৪০০ কেভি সাব ষ্টেশনের মাধ্যমে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গকে বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে। এবং ২১০০ কেভির জন্য পৃথক লাইন ও টাওয়ারের কাজও শুরু হয়ে গেছে। তাঁদের অভিমত, বিদ্যুতের ঘাটতি থাকার কোন কারণ নেই। শুধুমাত্র প্রয়োজন পঃ বঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের চাহিদা জানানোর ব্যাপারে একটু রেগুলারিটি মেনটেন করা।

# একটি জরুরী বিজ্ঞপ্তি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি রাজ্যের জেলায় জেলায় ছড়িয়ে থাকা নাটক-যাত্রা দলগুলির কাজকর্ম প্রযোজনা ইত্যাদি তথ্য নিয়ে একটি নাট্য পঞ্জী প্রকাশ করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই গ্রন্থের জন্য জেলার প্রতিটি নাটক-যাত্রা দলের তথ্য একান্তভাবে প্রয়োজন।

নাটক / যাত্রা দলগুলিকে উক্ত তথ্য আগামী ১০ই মে, ১৯৮৯ তারিখের মধ্যে পাঠাতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

১। সংগঠনের নাম—

২। প্রতিষ্ঠাকাল—

৩। সংগঠন নিবন্ধীভুক্ত কিনা.....নং.....

৪। ঠিকানা—

৫। দলের প্রতীক চিহ্ন এবং কমপক্ষে নিজস্ব নাটক প্রযোজনার ২টি সাদা কালো ছবি ( যদি সম্ভব হয় )।

৬। সংগঠনের সদস্য সংখ্যা—

৭। প্রথম প্রযোজনা, তারিখ, সাল, মঞ্চ—

৮। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত প্রযোজিত নাটকের নাম ( পাণ্ডুলিপি/মুদ্রিত ) এবং প্রত্যেক নাটকের ক) নাট্যকার, খ) নির্দেশক. গ) প্রযোজনার প্রথম অভিনয়ের তারিখ, ঘ) মোট অভিনয়ের সংখ্যা—

৯। পুরস্কারের বিবরণ ( যদি পেয়ে থাকে )—

১০। নাটক নির্বাচক ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি—

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ।


NTPC
নেশনল থর্মল পাবর কারপোরেশন

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN : DIST. MURSHIDABAD (W. B.)

PIN : 742236

**DOCUMENTS MISSING**

**M/s NTPC, Farakka Project, Murshidabad (WB) has misplaced the following West Bengal road permits XXXB during official transactions**

Road permit nos. 1) 245014, 2) 245016, 3) 245220, 4) 245227, 5) 245229, 6) 245231, 7) 260983, 8) 280742 9) 312514, 10) 312516, 11) 312519, against the above missing road permits, M/S NTPC has lodged FIR vide no. FKA PS CDE no, 879 dt. 30-3-89. Any body finding any of above road permit may kindly return the same to our orfice or CTO Berhampur. Misuse of these lapsed road permits by any party will entail legal actions.

**Chief Materials Manager**


রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) পণ্ডিত প্রেস হইতে অমৃতম পাণ্ডত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত